দরোজা
অর্ণব পাণ্ডা

মা দরোজা খুলে দাও, আমি যাই
দুচোখ মেলেছি যত আরো যেন উজ্জ্বল পৃথিবী।
হয়তো অশ্রুর ভার থাকে না বালক চোখে:
হরিণশিশুর মুখ, শিঙে জড়ানো লতাপাতা
অপত্য তোমার এই, তবু তাকে চাঁদের অর্ধেক
না দিয়ে, দিয়েছ শুধু আশ্চর্য খড়ম!
হলুদ ছোঁয়ানো উপবীত, উত্তরীয়ের পথের নিঃশ্বাস
পুনরাগমন হবে কি আমার আর? কোলাহল সরে যায়...
মা দরোজা বন্ধ কর, আসি এবার।

মৃতের শহর থেকে
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

হাত থেকে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তমাখা ছুরি

ছুরির গোপন ভাষা আমরা বুঝে গেছি
যতদূর আঁকা বাঁকা আলো তত দূর চলে যায় চোখ
চোখ এখন সতর্ক প্রহরী
নির্ঘুম রাত জেগে থাকে।

মাটির গন্ধ মাখা স্বপ্নগুলো দাঁড় টেনে যায়
নৌকোর গানে গানে বাতাস উতলা
স্মৃতির ঘরে রক্তিম ফাগুন
দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দেব নিষ্ঠুর কৌতুক
আমরাও কঠিন পাথর।

হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তমাখা ছুরি
ছুরি ধারালো মুখে হাসি
ঐ হাসির অর্থ বুঝে গেছি

মৃতের শহর থেকে আমরা তাই এখানে এসেছি
গড়ে তুলব ঘর গেরস্থালি
ফুলের বাগান।

স্মৃতি
মনোতোষ আচার্য

কুয়াশা মুদ্রিত গ্রাম জ্যোৎস্না চরে প্রান্তরের বনে
ক্লান্ত হৃদয়ের ধ্বনি পৃথিবীর অন্ধকারে
পায়চারি করে... সেইসব ফাঁকাবুলি
অস্থিহীন মেদের বাহার দিকে দিকে ঘুম আনে
শীততাপ রাত্রির ধ্যান...
ধানের শিষের মতন জ্বলে ওঠে,

ছেঁড়া বালিশের খোলে জীবন জারিত লেখাগুলি
শুয়ে থাকে অনিদ্রার ভারে...
এখানেই আত্মাহীন কবিতার শব্দব্রহ্ম নিয়ে
পাথরের মতো ছুঁড়ে দিই।
বিশ্বাসের ঢেউ ওঠে মগজের খর নোনা জলে
সে জলে তোমার ছায়া দুলে ওঠে প্রতিদিন
ঘুমের আগে কিংবা পরে

অপেক্ষা (সর্বেশ্বর দয়াল সাকসেনা)
ভাষান্তর : অরুণা মুখোপাধ্যায়

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

কে জানে সে কোন ঝোপেঝাড়ে পাহাড়ে
তাক লাগিয়ে বসে থাকে
আর আমরা পাতার খড়খড় শব্দে শুধু
কান পেতে থাকি

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না

সে হামলা করা সৈনিকের মতো
নিজে থাকে অন্ধকারে
আলোয় দাঁড়ানো আমাদের দেখে যায়
সুযোগের খোঁজে
আর আমরা আঁধারে টর্চের আলোই শুধু
ফেলে যেতে থাকি।

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

সে আমাদের নদী করে
আমাদেরই মাঝখান দিয়ে
মাছের মতো সাঁতরে যায় চোখের আড়ালে
আর আমরা ঢেউয়ের অসংখ্য হাতে
তাকে হাতড়ে বেড়াই।

অপেক্ষা
শত্রু
তাকে বিশ্বাস কর না।

বাঁচ তার থেকে
পাবার যা এখন-ই নিয়ে নাও
যা করার কর এখন-ই।

টান
শঙ্খশুভ্র পাত্র

নিষেধ মানি না, তবু বার বার জলের শরীরে
মিশে যেতে গিয়ে দেখি— ভিতরে আগুন দাউদাউ
নেভে না কিছুতে আজ। বালুচর - সমুদ্রের ঝাউ
চন্দ্রমার মন পাবে, লবণের স্বাদ ফিরে ফিরে।

এই ঘরে সূর্যোদয়, আলোকিত হয়েছিল ভূমি
এখন মিনতিকাল— শঙ্খনাদ ডুবে যায় সাঁঝে
নিভৃতে পেয়েছ ডানা, হানা দিলে লোভাতুর সাজে
কোমল ধিক্কার, উঁচু— মনে নেই, নতজানু তুমি

ফিরে এলে, হাওয়া তাই ফিসফিস জুড়ে দিল কথা
শুনশান সারাপথ, মুহূর্ত মিলিয়ে যায় ধী-তে
অবাক কাজল, ডুব— চেয়েছিল চোখের দিঘিতে—
যেরকম পাকেচক্রে গাছ বেয়ে বেড়ে ওঠে লতা।

কেন যে অকুল টান, মাঝে মাঝে চেপে বসে জেদ
কিছুই বুঝি না আমি— কাছে টানে প্রবল নিষেধ।